2

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 APR 1997

পৃষ্ঠা ৫ কলাম

সন্ত্রাসরোধ ও শিক্ষার মানোন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সহযোগিতার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। এই আহবানে একদিকে যেমন জাতির দুটি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশিত হয়েছে এগুলি সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক ও গভীর আগ্রহ। অস্ত্র ও সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার সর্বনাশ করে চলেছে। ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নেই, অধ্যয়ন–অধ্যাপনা হচ্ছে না নিয়মিতভাবে। ফলে অবনতি ঘটেছে শিক্ষার মানের। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূলে শিক্ষক সমাজ ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারেন। এই অবদান রাখা তাদের চাকরিগত নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনেরই আহবান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষক সমাজ প্রধানমন্ত্রীর এই আহবানে সাড়া দেবেন এবং তার ফলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধ, সেশনজটের অবসান এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা সফল হবে।

দেশের দ্রুত উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার বাঞ্ছিত বিকাশের অন্তরায়গুলি হ্রাসতো হয়ইনি বরং অতীত সরকারগুলির আমলে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ শিক্ষায়তনে অস্ত্রের ঝনঝনানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী ও রক্তারক্তি বেড়েছে এবং বিঘ্নিত হয়েছে লেখাপড়া। এতে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষার ও জাতীয় স্বার্থের। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল করার সংকল্প ঘোষণা করেন। তিনি বার বার দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে, সন্ত্রাসী যেই হোক তাকে পাকড়াও এবং শাস্তি দেয়া হবে। উল্লেখ্য, তার সন্ত্রাসবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল বিরোধীদলের নেত্রীর দায়িত্ব পালনকালেই। প্রকাশ্য জনসভায় ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের হাতে তিনি বই–কলম তুলে দিয়েছিলেন। নিজ-নিজ ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীদের হাত থেকে অস্ত্র তুলে নেয়ার জন্য ঐসময়কার সরকারী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের প্রতিও তিনি আহবান জানিয়ে ছিলেন। দুঃখের ব্যাপার, তারা এই আহবানে সাড়া দেননি। পরিণামে সন্ত্রাস আরও বেড়েছে, শিক্ষার পরিবেশ আরও কলুষিত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষারমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে শেখ হাসিনা সন্ত্রাস ও শিক্ষার মান নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে শিক্ষার মানোন্নয়নে তার সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনসমূহ থেকে সন্ত্রাস পুরোপুরি নির্মূলের লক্ষ্যে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সশস্ত্র সন্ত্রাসী যেই হোক, তাকে ধরতে সরকারের আন্তরিকতায় কোন ঘাটতি নেই। বর্তমানে সরকারের বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর নিজের এই প্রচেষ্টার প্রমাণ প্রতিদিনই পাওয়া যাচ্ছে। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, শুধু প্রধানমন্ত্রীর একার এবং বর্তমান সরকারের পক্ষে সন্ত্রাস নির্মূল ও শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত, সক্রিয় ও আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সহযোগিতাই চেয়েছেন শিক্ষক সমাজ ও অন্যদের কাছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তপাত বন্ধের স্বার্থে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে ছাত্র আরিফ হোসেনের হত্যা এবং অন্য চারজন আহত হওয়ার ঘটনার তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে। ক্যাম্পাস থেকে সকল সন্ত্রাসী বহিষ্কার অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত ডাকসু নেতাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশটি বাস্তবোচিত। বর্তমানে যারা নিজেদের ডাকসুর নেতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন তাদের মেয়াদ বহু বছর আগেই ফুরিয়ে গেছে। এ ধরনের আরও অনেক ছাত্র নামধারী আছে বলেই ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাকসুর নির্বাচন অবিলম্বে অনুষ্ঠান করতে হবে, নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে ছাত্রদের সকল কর্মকান্ড। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি।